তারিখ: ০৮ নভেম্বর ২০১৯

# প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# গোল্ডেন রাসই বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন ও সমাবেশ

"স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও কৃষির জন্য ক্ষতিকর বহুজাতিক কর্পোরেট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ করো"

আজ ০৮ নভেম্বর, ২০১৯ইং তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ১০.৩০ টায় তুলসীঘাট বাজার, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা জেলায় লেবার রিসোর্স সেন্টার, সমগ্র বাংলা কৃষক সমিতি, বাংলাদেশ শ্রমজীবী নারী, বাংলাদেশ যুব কৃষক সমিতি ও সারা বাংলা মৎস্যজীবী সমিতি কর্তৃক "স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও কৃষির জন্য ক্ষতিকর বহুজাতিক কর্পোরেট কোম্পানির জিএমও গোল্ডেন রাইস অনুমোদন বন্ধ করো" দাবিতে এক মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমগ্র বাংলা কৃষক সমিতি উপজেলা কমিটির সভাপতি **বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মপদুবর রহমান সরকার** সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও সমাবেশ বক্তব্য রাখেন লেবার রিসোর্স সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক জনাব শিবলী আনোয়ার, সমগ্র বাংলা কৃষক সমিতি উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবদুর রাজাক, বাংলাদেশ শ্রমজীবী নারী উপজেলার কমিটির সভাপতি মৌসুমি বেগম, বাংলাদেশ শ্রমজীবী নারী উপজেলার কমিটির সাধারণ সম্পাদক গোলাপী বেগম, সারা বাংলা মৎস্যজীবী সমিতি উপজেলা কমিটির সভাপতি গোলাম রাব্বানী, সারা বাংলা মৎস্যজীবী সমিতি উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো: আছির উদ্দিন, বাংলাদেশ যুব কৃষক সমিতি উপজেলা কমিটির সভাপতি মো: রূপম শেখ, বাংলাদেশ যুব কৃষক সমিতি উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো: মনজুরুল ইসলাম, লেবার রিসোর্স সেন্টারের কেন্দ্রীয় সদস্য মোঃ মুকুল মন্ডল, লেবার রিসোর্স সেন্টারের উপজেলার কমিটির সভাপতি মুন্নি আক্তার, লেবার রিসোর্স সেন্টারের উপজেলার কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব মো: শামীম সরকার প্রমূখ।

সমাবেশ ও মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, গোল্ডেন রাইস একটি জেনেটিক্যালি মডিফাইড ধান যা বহুজাতিক কোম্পানীর উদ্ভাবিত। প্রচার করা হচ্ছে এতে বেটা ক্যারোটিন, ভিটামিন-এ ও জিঙ্ক রয়েছে যা মানুষের পুষ্টির চাহিদা ও রাতকানা রোগ দূর করবে।

ষাটের দশকে আধুনিক কৃষির নামে আমাদের কৃষি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়। সেই সময় উচ্চফলনশীল ধান প্রবর্তন করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। অথচ আমাদের দেশীয় জাতের ধানের ফলন সর্ম্পকে যথাযথ মূল্যায়ন না করেই উচ্চফলনশীল ধান প্রবর্তন করা হয়েছিল। এ ধরনের অধিক ফলনসম্পন্ন কৃষির নাম দেয়া হলো সবুজ বিপ্লব। সবুজ বিপ্লবের কুফলে হারাতে থাকে আমাদের বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন জাতের ধান। এর ফলে ধানবীজ চলে যায় বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানীর হাতে। কৃষকরা হন বীজ হারা, কৃষকদের বীজের জন্য নির্ভর করতে হয় বাজারের উপর।

বাংলাদেশের মতো উর্বর ও প্রাণবৈচিত্র্য সমৃদ্ধ একটি দেশে নির্বিচারে জিএমও ফসল উৎপাদনের জন্যে বিদেশী কোম্পানিগুলো অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে নানা আন্দোলন, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সত্বেও বিটি বেগুনকে সরকার বানিজ্যিকভাবে চাষাবাদ করার অনুমোদন দিয়েছে। আর মাঠ পর্যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আছে বিটি তুলা ও বিটি আলু। বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইতিমধ্যে গোল্ডেন রাইসকে অনুমোদন দিয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে গোল্ডেন রাইস চাষাবাদ করার জন্য শুধুমাত্র পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় আছে। যা এই মাসের যে কোন সময় অনুমোদন প্রদান করবে।

লেবার রিসোর্স সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক শিবলী আনোয়ার বলেন বিআর-২৯ ধানকে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ করা হলে তা সকল মানুষ খাবে, যার ঘটাতি নাই সেও খাবে। তাহলে সেটা কি সঠিক হবে নাকি, বিআর-২৯ ধানকে এখন কি ওষুধ হিসেবেই রেখে দেয়া হবে? তাহলে মানুষ স্বাভাবিক খাবার হিসেবে কোনটা খাবে? কোম্পানিরা বলছে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ১৫০ গ্রাম গোল্ডেন রাইস খেলে তার জন্যে প্রয়োজনীয় ডোজের ভিটামিন-এ পাবে। তাহলে কি যার শরীরে ভিটামিন এ ঘাটতি নেই সেও একই পরিমাণে গোল্ডেন রাইস খাবে? যারা পুষ্টির অভাবে দৃষ্টি শক্তির ক্ষতি হয় বলে কাজ

করেন তাদের প্রধান পরামর্শ হচ্ছে খাদ্যকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করা। শুধু ভাত খেয়ে কখনোই পুষ্টি ঘাটতি দূর হবে না। তারা বলে গোল্ডেন রাইস শিশু ও গর্ভবতী মাদের বেশী দরকার হবে। অথচ ভারতের বিজ্ঞানী ড. তুষার চক্রবর্তী একটি সভায় সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, এই ধানের মধ্যে বেটিনিক এসিডের ডিরাইভেটিভ আছে যা গর্ভবতী নারী খেলে তার সন্তানের জন্মগত ত্রুটি ঘটতে পারে, যাকে মেডিকেল ভাষায় teratogenicity বলা হয়। নিয়মিত মাত্রায় ভিটামিন-এ স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও উচ্চ মাত্রায় ভিটামিন-এ হাইপার-ভিটামিনোসিস এবং টেরা লজেনসিটি ভিটামিন-এ জনিত বিষাক্ততা তলপেট, নাকে ব্যথা, বমি বমি ভাব এবং শিশুদের Fontanelle সৃষ্টি করতে পারে, অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদী বিষাক্ততা হাড় ও হাড়ের সংযোগস্থল গুলোর ব্যথা সৃষ্টি, চুল পড়া, শুষ্কতা জ্বর, ওজন হ্রাস , উচ্চ রক্তচাপ, ঠোঁটে ফাটলের মতো রোগ সৃষ্টি করতে পারে। গোল্ডেন রাইসের মজুদ করে রাখলে ভিটামিন-এ উপাদানটি হারিয়ে যায়। ক্যারোটিনয়েড, প্রাকৃতিকভাবেই আলো সংবেদনশীল এবং বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে। ফলে প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুদামজাতকরণ বা খাদ্য প্রস্তুতের সময় তা থেকে ভিটামিন-এ লোপ পেতে পারে। এর ফলে বহুমুখী অপুষ্টি সমস্যার সমাধান বা অন্ধত্ব নিবারণ এর দাবি অবৈজ্ঞানিক। এটি অবধারিতভাবে জীন প্রযুক্তির স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টির একটি কর্পোরেট প্রচেষ্টা। সত্যিকার অর্থে গোল্ডেন রাইস কৃষিতে শিল্প ব্যবস্থাপনা প্রচলনের মাধ্যমে জীব বৈচিত্র্যকে ধ্বংস, যা খাদ্য বৈচিত্র্যকে নষ্ট করবে এবং যা অপুষ্টিজনিত সমস্যার অন্যতম মূল কারণ।

সমাবেশ ও মানববন্ধনে বক্তারা আরো বলেন, গোল্ডেন রাইসের সংক্রমনের চরিত্রটি অতি মাত্রায় আগ্রসী। যে জমিতে গোল্ডেন রাইস চাষ করা হবে, শুধু যে সে জমি অথবা তার আশেপাশের জমি সংক্রমন হবে এখানেই শেষ নয়। পানি, মাটি ও বায়ু মাধ্যমে তো বটেই, ক্রস পলিনেশন অথবা এক প্রজাতির পরাগ রেণু দ্বারা আরেক প্রজাতির পরাগকে নিষিক্তকরণের যে কয়টি প্রাকৃতিক উপায় আছে, গোল্ডেন রাইসের ক্ষেত্রে তার সবকটিই প্রযোজ্য হতে পারে।

সিনজেনটা কোম্পানি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর থেকে ২০১৫ সালে গোল্ডেন রাইস পরীক্ষামূলক উৎপাদনের অনুমোদন নিয়েছে। বাংলাদেশই একমাত্র রাষ্ট্র যা গোল্ডেন রাইসকে এরূপ অনুমোদন দিয়েছে। এর পিছনে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে উক্ত ইনস্টিটিউটের তৎকালীন মহাপরিচালক জীবণ কৃষ্ণ বিশ্বাস। ধারনা করা হচ্ছে এ মাসের মধ্যেই গোল্ডেন রাইস সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বাংলাদেশের সর্বত্র বাজারজাত করা হবে।

বাংলাদেশে গোল্ডেন রাইস প্রচলিত হলে কৃষি ও কৃষকের চরম ক্ষতি সাধিত হবে। কারন কৃষককে প্রলুব্ধ করা হবে এ ধান চাষাবাদের জন্য। ফলে কৃষকের নিজস্ব বীজ সংরক্ষণের ও উৎপাদনের প্রক্রিয়া চুরান্তভাবে ব্যহত হবে। কৃষক হারিয়ে ফেলবে তার ঐতিহ্যবাহী বীজের উপর সার্বভৌমত্ব। সুতা রাং এর পরিনিতে কৃষকের খাদ্য সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হবে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জিএমও বিটি কটনের চাষ করে কৃষকরা ব্যাপক শস্যহাণীর শিকার হয়ে গণহারে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এযাবৎ প্রায় ২৫ লক্ষ কৃষক সেখানে আত্মহত্যা করেছে। বলা হয়েছিল কৃষকরা জিএমও কটনের চাষ করে লাভবান হবে। উল্টো তাদের জীবনহানী ঘটেছে। আমাদের দেশেও আফ্রিকা হতে আমাদানীকৃত নারীকা ও ঝলক ধানের চাষ করে নোয়াখালীসহ বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকরা শস্যহাণীর শিকার হয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে। এ ফসলহাণীর জন্য কৃষকদের বস্তুতঃ কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় নি। গোল্ডেন রাইস নিয়েও এধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে বিটি বেগুনের বানিজ্যিকীকরন কোন ভাল ফলাফল বয়ে আনে নি। যে সব কৃষকদের এটা গ্রহণ করানো হয়েছে তারা সবাই ভুক্তভোগী। বলা হয়েছে ক্যানাডা, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া গোল্ডেন রাইসের অনুমোদন দিয়েছে। এ অনুমোদনের মধ্যে শুভঙ্করের ফাঁকি রয়েছে। তাদের অনুমোদন এক ধরেনের সম্মতি। তারা নিজ দেশে চাষাবাদের অনুমোদন দেয় নি। তবে পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে তাদের কোন আপত্তি নেই। যেখানে গোল্ডেন রাইসের উৎপত্তি সেই ফিলিপাইনেও মাঠ পরীক্ষার ক্ষেত্র ধ্বংস করে কৃষকরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

বক্তারা নিম্নোক্ত দাবিসমূহ অবিলম্বে মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি উদাত্ত অহবান জানান:-

১. বাংলাদেশে যেন গোল্ডেন রাইসকে প্রবর্তন না করা হয়

২. বন ও পরিবেশ মন্ত্রলায় যেন গোল্ডেন রাইসকে ছাড়পত্র না দেয়

৩. বিটি বেগুনর বাণিজ্যিক চাষাবাদ যেন বন্ধ করা হয়

৪. মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষ-নীরিক্ষায় যেসব জিএমও ফসল আছে তা অবিলম্বে যেন বন্ধ করা হয়

৫. পরিবেশ বিধ্বংসী ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন প্রকার ফসলের চাষাবাদ যেন অনুমোদন দেয়া না হয়

৬. অতিমাত্রায় রাসয়নিক সার ও কিটনাশক নির্ভর ফসল চাষাবাদের যেন অনুমোদন দেয়া না হয়

বার্তা প্রেরক-

শামীম সরকার
সাধারণ সম্পাদক
উপজেলা কমিটি এলআরসি